দৈনিক বাংলা

৪
তারিখ ... 18 DEC ১৯৯৬
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম - ৭

ঢাকা বইমেলা

এবার ১৫ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বইমেলা শুরু হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত এই তৃতীয় বইমেলা পয়লা জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজয় সরণিতে এই মেলা উদ্বোধন করেন।

এবছর ঢাকা বইমেলা সবাইকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারবে বলেই আমরা মনে করি। বিজয়ের রজত জয়ন্তীর মুখে এই বইমেলা এমনিতেই বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। বাংলাদেশের বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন এই সময়ের নিরিখে এখন করা হবে। গত পঁচিশ বছর সময়ে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের কতটুকু বিকাশ হয়েছে, বাংলাদেশের নিজস্ব সাহিত্য কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং কি রূপ নিয়েছে, জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বাংলাদেশের বিচরণ কতখানি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে হিসাব–নিকাশ করার সময় এখন হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কি অর্জন করেছে, কি সম্ভাবনা তার সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে বা হতে পারে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার। বইমেলা সে ধারণা দিতে সাহায্য করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রতিবছরই বইমেলার আকর্ষণীয় কিছু শ্লোগান থাকে। এবারও আছে। শ্লোগান একাধিক। তবে এবার মূল শ্লোগান 'বই প্রকৃত বন্ধু'। এছাড়া রয়েছে 'বিজয় দিবসে প্রিয়জনদের বই উপহার দিন' ইত্যাদি। বইমেলা এদেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বেশ সাড়া জাগাতে পেরেছে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এক সময় এখানে শিক্ষিত মানুষরাও সবাই বই কিনে পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না। খুব কমসংখ্যক মানুষই বই কিনতেন। এখন সবাই কিনছেন, তা হয়ত নয়। সবার বই কেনার প্রসঙ্গ হয়ত বাস্তবভিত্তিকও নয়। অন্যান্য জাগতিক সমস্যাও এর সঙ্গে জড়িত। এদেশে শিক্ষিত এবং বই পড়ার মানসিকতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তার ওপর বই কেনার সঙ্গতিও হয়ত সবার নেই। তবে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার, এখানে শিক্ষা এবং বই পড়ার ইচ্ছাকে আমরা অগ্রাধিকার দিতে চাই। বই পড়ার যোগ্যতা থাকলে এবং বই পড়ার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে পারলে সীমিত সঙ্গতির মানুষও বই কিনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। দেশে বিভিন্ন ধরনের বইমেলা অনুষ্ঠান শুরু হবার পর দেখা গেছে, এখানে মানুষের বই কেনার এবং পড়ার অভ্যাস তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বইমেলার ভূমিকার প্রশংসা আমরা অবশ্যই করি।

গত পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের সাহিত্য নিজস্ব ও বলিষ্ঠ রূপ নিয়ে মাথা তুলেছে, এ আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। তবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বিচরণ তুলনামূলকভাবে কম। বইমেলায় এ সত্য প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। অন্য বিষয়ের বইয়ের ক্রেতাও কম একথাও ঠিক। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গেই হয়ত একদিন এ ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। আমরা বইমেলার সাফল্য আশা করি।